বুকলেট ৫ :

একীভূত, শিখন-বান্ধব শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনা

Inclusive
Learning-Friendly
Environments

UNESCO
DHAKA OFFICE

বুকলেট- ৫

একীভূত, শিখন-বান্ধব শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনা

ইউনেস্কো-ঢাকা

টুল গাইড

এই বুকলেটটি ভিন্নতাপূর্ণ শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনায় ব্যবহারিক নির্দেশনা দেবে। কিভাবে কার্যকর শিক্ষণ ও শিখন এর পরিকল্পনা করা যায়, কিভাবে কার্যকর উপায়ে সম্পদ ব্যবহার করা যায়, ভিন্নতাপূর্ণ শ্রেণীকক্ষে কিভাবে দলীয় কাজের ব্যবস্থা করা যায় এবং কিভাবে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের অগ্রগতি মূল্যায়ণ করা যায় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা এই বুকলেটে দেয়া হয়েছে।

টুলস্

৫.১ শিখন ও শিক্ষণের জন্য পরিকল্পনা ৩
শ্রেণীকক্ষের রুটিন.....৩
শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব.....৪
পাঠ পরিকল্পনা.....৫

৫.২ প্রাপ্ত সম্পদ বাড়ানো.....১৩
অবকাঠামোগত স্থান.....১৪
শিখন কর্ণার ১৫
প্রদর্শনী এলাকা ১৬
শ্রেণীকক্ষে লাইব্রেরী.....১৭

৫.৩ দলীয় কাজ ও সহযোগিতামূলক শিখনের ব্যবস্থা ১৮
দলীয় কাজের পদ্ধতি.....১৮
একই ক্লাসে বিভিন্ন দল.....১৯
সহযোগিতামূলক শিখন.....২০
শিখনে আন্ত:সম্পর্কীয় দক্ষতা.....২২
দলীয় কাজে কিছু মৌলিক নীতিমালা.....২৩
জুটিতে পড়ানো.....২৪
নিজে নিজে শেখা.....২৬
পৃথকীকরণের জন্য পরিকল্পনা.....২৭
একীভূত শ্রেণীকক্ষে আচরণ নিয়ন্ত্রণ.....৩০

একটি সক্রিয় ও একীভূত শ্রেণীকক্ষের ব্যবস্থা.....৩৬

৫.৪ সক্রিয় ও নির্ভরযোগ্য মূল্যায়ণ.....৪০
মূল্যায়ণ কি? ৪০
শিখনের মধ্যমেয়াদী ফলাফল.....৪১
নির্ভরযোগ্য মূল্যায়ণের কৌশল.....৪৩
ফিডব্যাক ও মূল্যায়ণ.....৫০
দক্ষতা ও মনোভাব মূল্যায়ণ.....৫১
মূল্যায়ণ করতে গিয়ে আমরা কি ভুল করি.....৫৩

৫.৫ আমরা কি শিখেছি ৫৬

টুল ৫.১
শিখন ও শেখানোর জন্য পরিকল্পনা

দূরবর্তী, প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে শিক্ষকরা সাধারণত যেতে চান না সেখানে কেউ কেউ কোন প্রশিক্ষণ ছাড়াই স্বেচ্ছায় শিক্ষকতা করে থাকেন। শিশুদের ভালবেসে তারা শিক্ষকতা করলেও শিক্ষকতার কাজটা সব সময়েই বেশ চ্যালেঞ্জিং। তাকে চিন্তা করতে হয় : কি শেখানো হবে, কি শিখন উপকরণ হবে, বা কোথা থেকে পাওয়া যাবে, কেমন করে বিভিন্ন শ্রেণীর বহুসংখ্যক শিক্ষার্থীকে পড়ানো যাবে, কিভাবে তাদের জন্য পাঠ পরিকল্পনা করা যাবে, একজন শিক্ষক কিভাবে সবগুলো কাজ করবে ইত্যাদি। প্রশ্ন হল, একজন শিক্ষক কিভাবে এত কিছু করবেন?

বাংলাদেশে, বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে শিক্ষকতার কাজটিও অনুরুপ, বেশ চ্যালেঞ্জিং। শিক্ষকতার জন্য অনেক কিছু বিবেচনা করতে হয়। শিক্ষক হিসেবে আমাদের সব শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও চাহিদার প্রতি সাড়া দিতে হয়। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি তা পারি? এজন্যে আমাদের অনেক বেশী সুব্যবস্থিত হতে হয়। শিক্ষার্থীদের সুন্দর ও পরিকল্পিত ভাবে শেখানো ও শেখার নানা বিষয়ের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। তাই প্রাপ্ত সকল ধরনের সম্পদ সর্বাধিক ব্যবহার করে এবং ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীসহ সব শিক্ষার্থীর জন্য একটি শিখন বান্ধব একীভূত শ্রেণীকক্ষের ব্যবস্থাপনা করে কিভাবে শিক্ষণ ও শিখনের পরিকল্পনা করা যায় সে বিষয়ে এ টুলে আলোকপাত করা হয়েছে।

শ্রেণীকক্ষের রুটিন ঃ

স্কুল কার্যক্রমের শুরুতে, শ্রেণীকক্ষের নিয়মিত কাজ শিশু শিক্ষার্থীদের যেকোন শিখন কাজ দ্রুত ও অর্থপূর্ণভাবে শুরু করতে সাহায্য করে। শিক্ষার্থীদের স্কুলে নিয়ম নীতি মেনে চলা দরকার এবং খুব ভালো হয় যদি তারা নিজেরাই এগুলো বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকে। যেমন- এক দল শিক্ষার্থী বা কোন শিক্ষার্থী এককভাবে শ্রেণীকক্ষে হাজিরা খাতা পূরণের দায়িত্বে থাকতে পারে এবং সে অনুযায়ী তারা শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতি রিপোর্ট করতে পারে।

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে শ্রেণীকক্ষের রুটিন তৈরী করার সময় কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে। ক) কি করা হবে, খ) কে করবে, গ) কখন করা হবে, ঘ) নিয়মিত ভাবে রুটিনভূক্ত কাজসমূহ করা কেন জরুরী। শিক্ষার্থীদের নিয়ে রুটিন তৈরীর সময় যে যে বিষয় বিবেচনা করতে হবে তা হল:

- অনেক দূর থেকে আসা শিক্ষার্থী ও ক্লাস শুরু হওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য কি কাজ দিতে হবে?

- কিভাবে বই ও অন্যান্য শিখন উপকরণ বিতরণ, সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করতে হবে, এবং এ কাজের জন্য কে দায়িত্ব নেবে? (যেমন- কোন শিক্ষার্থী, বা শিক্ষার্থীদের দল পর্যায়ক্রমে দায়িত্ব নিতে পারে।)

- যখন শিক্ষক থাকবে না এবং যখন প্রয়োজন হবে তখন শিক্ষার্থীরা কিভাবে একে অপরের সাহায্য নিবে?

- একটা শিখন কাজ শেষ হওয়ার পর শিক্ষার্থীরা কি করবে?

- মার্জিত/ ভদ্রভাব শিক্ষকের মনোযোগ কিভাবে আকর্ষিত হয়ে থাকে?

- শ্রেণীকক্ষে কতটুকু হৈচৈ করা যাবে (গ্রহণযোগ্য মাত্রায়)?

- কারো অসুবিধা না করে কিভাবে শ্রেণীকক্ষে হাঁটাচলা করা যাবে? এবং

- শ্রেণীকক্ষ থেকে কিভাবে বের হতে হবে? ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীরা নিজেরা শ্রেণীকক্ষের আইনকানুন তৈরী করলে তারা তা মেনে চলতে সচেষ্ট হবে। আবার কিছু কিছু নিয়মকানুন কঠোরভাবে মেনে চলতে হতে পারে বিশেষত: যেসব নিয়মের সাথে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়টি জড়িত। যেমন- বিশেষতঃ বাবা মা বা বৈধ অভিভাবক ছাড়া যদি অন্য কেউ শিক্ষার্থীকে স্কুল থেকে নিতে আসলে শ্রেণীকক্ষ থেকে বের হওয়ার পূর্বে শিক্ষককে বা ক্লাসে মনিটরকে বলে যাওয়া।

শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব:

শ্রেণীকক্ষের **সব** ধরনের দায়দায়িত্ব পালনে ও কাজে সব শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করা উচিত। এতে শিক্ষার্থীরা যেমন দায়িত্ব পালন করা শিখবে তেমনি আপনাকে শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করতে পারবে। আপনি শিক্ষার্থীদের কি ধরনের দায়িত্ব দিতে পারবেন তার কিছু উদাহরণ এখানে দেওয়া হলঃ

- ছোট ছোট শিক্ষার্থী বা শিখন প্রতিবন্ধী সহপাঠীদের শিখন কাজে সহায়তা করা।

- শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে একজনকে নির্বাচন করুন যে শ্রেণীকক্ষে সহপাঠীদের শিখন কাজ তদারকী করবে এবং যে সুন্দরভাবে আপনাকে শিক্ষার্থীরা কি কি শিখেছে বা শিখন কাজটি কিভাবে সম্পন্ন হল সে বিষয়ে রিপোর্ট করবে।

- শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে একটি স্বাস্থ্য কমিটি করুন যারা পানি পানের জন্য ক্লাসে বিশুদ্ধ পানি এবং হাত ধোয়ার জন্য সাবান বা ছাই রাখা নিশ্চিত করবে।

- একজন সদস্য শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি খাতা সংরক্ষণ করবে এবং তাদের উপস্থিতি রেকর্ড করবে।

- শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনার ওপর একটি মতামত বাক্স চালু করুন এবং একজনকে মতামত সংগ্রহ ও কাজ শেষে মতামত বাক্স পরিস্কার করার দায়িত্ব দিন।

শিক্ষার্থীদের বয়স ও পরিপক্কতার ওপর নির্ভর করে দায়িত্ব দিন। তবে খেয়াল রাখবেন, শুধুমাত্র সবচেয়ে চটপটে ও 'যোগ্য' শিক্ষার্থীকে দায়িত্ব দিলে অন্যরা দায়িত্ব কিভাবে পালন করতে হয় তা শেখা থেকে বঞ্চিত হবে। শ্রেণীকক্ষের সবাইকেই তাই ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ দিন; এ ক্ষেত্রে তাদের লিঙ্গ, প্রতিবন্ধিতা, সাংস্কৃতিক পটভূমি যাই হোক না কেন। এছাড়াও ছেলে ও মেয়েদের কোন গতানুগতিক কাজ দেওয়া চলবে না। যেমন- মেয়েরা শুধু গাছে পানি দেবে কিন্তু ছেলেরা ভারী আসবাব সরানোর দায়িত্বে থাকবে ইত্যাদি। সব শিক্ষার্থীকে অংশগ্রহণের সমান সুযোগ দিলে সবাই সমানভাবে শিখন কাজ থেকে উপকৃত হবে।

পাঠ পরিকল্পনা:

শ্রেণীকক্ষে কার্যকর শিখনের জন্য সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হলে সুশৃঙ্খল ভাবে পাঠ পরিকল্পনা করতে হবে। সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে পাঠ পরিকল্পনা করতে প্রথমে বেশী সময় লাগবে কিন্তু এটি বারংবার করার ফলে শিক্ষকরা প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করবে এবং পরবর্তীতে সময়েরও সাশ্রয় হবে। পরিকল্পনার জন্য আপনি একটি শিক্ষাক্রম ত্রিভূজ ব্যবহার করতে পারেন।

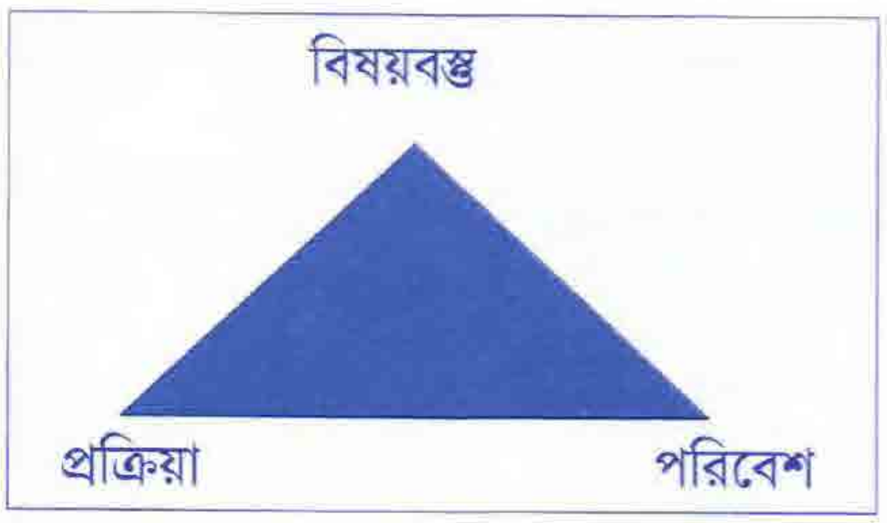

শিক্ষাক্রম ত্রিভুজের এই ফ্রেমওয়ার্কে **বিষয়** বলতে বোঝান হচ্ছে জাতীয় শিক্ষাক্রমের শিক্ষার্থীদের পঠিতব্য নির্ধারিত বিষয়সমূহ। লক্ষ রাখতে হবে যে, এই বিষয়সমূহ যেন ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের উপযোগী এবং যে সমাজে শিক্ষার্থীরা বসবাস সে সমাজের চাহিদা অনুযায়ী হয়।

প্রক্রিয়া হচ্ছে বিষয়সমূহ যেভাবে শেখানো হবে। শিক্ষার্থীদের ভিন্নতা জনিত চাহিদার কারণে কিংবা শিখন ও শিখনের জন্য পর্যাপ্ত সময় নিশ্চিত করতে বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। (নিচে জুটি শিক্ষণ দেখুন।)

পরিবেশ বলতে বোঝান হচ্ছে অবকাঠামোগত পরিবেশ। অর্থাৎ পাঠের জন্য প্রয়োজনীয় শিখন সম্পদ বা এই পরিবেশ বলতে শিক্ষার্থীর মনো-সামাজিক পরিবেশও বোঝান যেতে পারে। যেমন- পারস্পরিক সহযোগিতামূলক দলীয় কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আত্মমর্যাদা বোধ তৈরীর প্রতি জোর দেওয়া।

কর্মতৎপরতা: বছরের শুরুতে নতুন শিক্ষার্থীদের নিয়ে 'নাম মনে রাখার খেলা' খেলুন। এ খেলা শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বন্ধন সুদৃঢ় করবে। আরেকটি কাজ হল 'উপহার দেওয়া'। শিক্ষার্থীরা জুটিতে কাজ করবে, একে অপরের সঙ্গে কথা বলবে এবং প্রশ্ন করবে। কয়েক মিনিট পর তারা তাদের নিজ নিজ সঙ্গী সম্পর্কে কি জানতে পারল তা লিখবে এবং এরপরে তারা তাদের সঙ্গীর ব্যক্তিগত কি কি গুণাবলী আবিস্কার করল তা শ্রেণীকক্ষে সবাইকে বলবে। যেমন- আমার বন্ধুর নাম সাবিনা, সে খুব সুন্দর করে কথা বলতে পারে। একইভাবে বলতে পারেন যে আমার সঙ্গী নাম আনোয়ার। সে একজন ভাল, মনোযোগী শ্রোতা। এভাবে প্রত্যেকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা যাবে এবং সবার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে ইতিবাচক ভাবে মূল্যায়িত করা যাবে।

শিশুরা যখন সক্রিয় থাকে, চিন্তা করে তখনই তারা শিখতে পারে। তাদের শিখন কাজ জীবন ঘনিষ্ঠ হলে তা থেকে তারা শিখতে পারে। এবং তারা তাদের জ্ঞানকে আরো কার্যকরভাবে পালন করতে পারে।

পাঠ পরিকল্পনার সময় শিক্ষক (যিনি তার শিক্ষার্থী ও সমাজকে ভাল ভাবে জানেন) সহজেই স্থানীয় এলাকার উদাহরণ পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করতে পারে।

দুর্ভাগ্যজনক ভাবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষক পাঠ পরিকল্পনার সময় কোন বাড়তি সহযোগিতা কারো কাছ থেকে পাননা। এজন্য পাঠ্যপুস্তকের ওপর নির্ভরশীলতা তাদের বৃদ্ধি পায়। এবং
পাঠ্যপুস্তকই একমাত্র শিক্ষণ উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

যাই হোক না কেন, শিক্ষক হিসেবে আমাদের পাঠ্য পুস্তকে দেওয়া বিভিন্ন তথ্য শিক্ষার্থীদেরকে এমন ভাবে জানাতে হবে যে, তারা যেন তা বুঝতে পারে। একটি একীভূত শ্রেণীকক্ষের জন্য পাঠ পরিকল্পনা বিশেষ প্রয়োজন। কেননা আমাদের ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের কথাও বিবেচনা করতে হবে। তাই পাঠ পরিকল্পনার সময় আমাদের অন্তত: নিচের বিষয়গুলো জানা উচিত:

- আমরা কি শেখাচ্ছি (বিষয়, বিষয়সূচি)?
- আমরা কেন এটি শেখাচ্ছি (লক্ষ/উদ্দেশ্য)?
- আমরা কিভাবে এটি শেখাচ্ছি (পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া)?
- শিক্ষার্থীরা আগে থেকে কি জানে (পূর্ব-শিখন, পূর্ব-পরীক্ষা)?
- শিক্ষার্থীরা কি কাজ করবে (কাজ/তৎপরতা)?
- আমরা কিভাবে পাঠ ব্যবস্থাপনা করব (কাঠামোগত এবং সামাজিক পরিবেশ নিশ্চিত করাসহ)?
- সব শিক্ষার্থীর জন্যই কি পরিকল্পিত শিখন তৎপরতা উপযোগী?
- শিক্ষার্থীদের জন্যে কি জুটিতে বা ছোট দলে কাজ করার সুযোগ রাখা হয়েছে?
- শিক্ষার্থীরা যা করছে তা তারা কিভাবে রেকর্ড করে রাখবে (যেমন- ড্রয়িং ইত্যাদি)?
- শিক্ষার্থীরা শিখছে কিনা তা 'আমরা কিভাবে জানব (ফিডব্যাক এবং মূল্যায়ণ)?
- আমরা পরবর্তীতে কি করব (অভিব্যক্ত করা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা)?

শিক্ষক হিসেবে আমাদের নিজেদের কাজকে সুশৃংখল ভাবে করতে বা পাঠ পরিকল্পনাকে সুন্দর ভাবে তৈরী করতে আমরা একটি সাধারণ পাঠ পরিকল্পনা মেট্রিক্স, পাঠ-পরিকল্পনার রূপরেখা বা একটি দৈনিক পাঠ-পরিকল্পনার ফরম্যাট ব্যবহার করতে পারি। এখানে এগুলোর নমুনা দেওয়া হল।) চেষ্টা করতে হবে এগুলোর অন্ততঃ যে কোন একটি ব্যবহার করা। যে কোন একটি বিষয় দিয়েও শুরু করা যেতে পারে। ফলে আমরা ভালভাবে শেখানোর কাজটি শুরু করতে পারব।

এটি এমন একটি পদ্ধতি যার ফলে আমরা যা শেখাচ্ছি তা শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারছে কিনা এবং সে অনুযায়ী পরবর্তীতে কি ব্যবস্থা নেয়া যাবে এবং শেখানোর পদ্ধতি আরো কিভাবে উন্নত করা যাবে ইত্যাদি মনিটর করা সম্ভব হবে।

পাঠ পরিকল্পনা মেট্রিক্স:

বিষয়	উদ্দেশ্য	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	পূর্ব পরীক্ষা	শ্রেণী কক্ষ ব্যবস্থাপনা	শিক্ষাথীদের কাজ	শিখন কাজের প্রোডাক্ট	ফিড ব্যাক	মন্তব্য অভিব্যক্ত-করণ

পাঠ-পরিকল্পনার রূপরেখা:

বিষয়----------

শ্রেণী বা শিখন দল----------

শিক্ষার্থীর সংখ্যা----------

সময় ----------

শিখন উদ্দেশ্য :

আপনি এ পাঠ থেকে শিক্ষার্থীরা কি শিখবে বলে প্রত্যাশা করেন?

শিক্ষার্থীরা যে জ্ঞান, দক্ষতা এবং মনোভাব অর্জন করবে তা নিয়ে ভাবুন এবং কোন সুনির্দিষ্ট পাঠে এদের (দুটি বা তিনটি) তুলে ধরুন।

সম্পদ:

পাঠ বাস্তবায়নে আপনার কি সম্পদ শিক্ষার্থীরা কিভাবে সাহায্য করতে পারে? শিক্ষার্থীদের কি উপকরণ প্রয়োজন হতে পারে? এ সম্পদ সংগ্রহে শিক্ষার্থীরা কিভাবে সাহায্য করতে পারে?

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু/শিক্ষার্থী:

দলে কি এমন কোন শিক্ষার্থী রয়েছে যার জন্যে বাড়তি/অতিরিক্ত সাহায্যের প্রয়োজন?
এ ধরনের শিক্ষার্থীদের আপনার কি ধরনের সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন?

আপনাকে কি প্রত্যেককে আলাদাভাবে এ সহায়তা দিতে হবে?

এ ধরনের শিক্ষার্থীরা যাতে শ্রেণীকক্ষে সঠিক অবস্থানে বসতে পারে তা কি খেয়াল করবেন? (যেমন- আপনার শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুব বেশী হলে এ ধরনের শিক্ষার্থীদের সামনের সারিতে বসতে দিতে হতে পারে, যাতে আপনি তাদের সহজেই সাহায্য করতে পারেন।)

ক্লাসের সূচনা:

শিক্ষার্থীদের বলুন যে তারা এ পাঠ থেকে কি শিখবে। পাঠের শুরুতেই কোন কোন শিক্ষক পাঠ্য বিষয়ের নাম বোর্ডে লিখে থাকেন। ক্লাস কিভাবে শুরু করবেন মনে মনে তা চিন্তা করে রাখুন। আগের ক্লাসে শিক্ষার্থীরা কি শিখেছে তা সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের কোন একটি সমস্যা সমাধান করার কাজ দিয়ে শুরু করুন। কোন ছবি দেখিয়ে বা মুক্ত প্রশ্ন করে তা নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে মূল শিখন তৎপরতায় প্রবেশ করুন।

মূল কাজ:

পাঠের মূল অংশে শিক্ষার্থীদের কাজ কি হবে? আপনার শিখন তৎপরতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যাতে শিখন উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করুন।

বিভিন্ন শিখন কাজের সমাবেশ করুনঃ যেমন-শিক্ষার্থীদের জুটিতে/ছোট দলে কাজ করতে বলুন।

আপনি আপনার কাজ শিক্ষার্থীদের সামনে কিভাবে উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা করবেন তা ভেবে রাখুন।

শিক্ষার্থীরা যখন কাজ করবে তখন আপনি কি করবেন? সেসময়টায় বিশেষ শিখন চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের আপনি বাড়তি সাহায্য করতে পারেন।

উপসংহার:

এমন কোন বিশেষ কাজ বা আলোচনার মাধ্যমে ক্লাস শেষ করুন যার ফলে শিক্ষার্থীদের শিখন উদ্দেশ্য সুচারু ভাবে অর্জিত হয়। শিক্ষার্থীরা কি শিখেছে তা জিজ্ঞেস করুন।

পাঠ শেষে নিজে নিজে অভিব্যক্ত করা:

নিচের চার্টের শূন্য জায়গায় আপনার শিক্ষণ কেমন হল ও কিভাবে আরো ভাল করা যেত সে সম্পর্কে ছোট ছোট নোট লিখে রাখুন। শিক্ষার্থীরা কি তাদের উদ্দেশ্য অর্জন করেছে? সব শিক্ষার্থী কি শিখন কাজে অংশগ্রহণ করেছিল? পরবর্তী সময়ে আপনি অন্য কি উপায়ে ক্লাস নিতে পারতেন?

শিক্ষকের দৈনিক পাঠ পরিকল্পনার ছক		
তারিখ		
১.	শিখন উদ্দেশ্য:	সম্পাদ
	শিখন কাঠামো:	
২.	শিখন উদ্দেশ্য:	সম্পাদ
	শিখন কাঠামো:	
৩.	শিখন উদ্দেশ্য:	সম্পাদ
	শিখন কাঠামো:	
৪.	শিখন উদ্দেশ্য:	সম্পাদ
	শিখন কাঠামো:	
৫.	শিখন উদ্দেশ্য:	সম্পাদ
	শিখন কাঠামো:	

টুল- ৫.২

প্রাপ্ত সম্পদ বাড়ানো

একজন সফল শিক্ষক শিক্ষার্থীর বয়স, লিঙ্গ, ক্ষমতা বা প্রেক্ষাপট নির্বিশেষে সবার জন্য একটি সুন্দর শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করেন। তাদের শ্রেণীকক্ষগুলো হয় আনন্দদায়ক ও উদ্দীপনাময়। যেখানে সব শিক্ষার্থীই শিখতে চায়। শ্রেণীকক্ষের শিক্ষা উপকরণের কমতি হলে বা এর (যেমন- বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি) আসবাব যদি পুরনো, জরাজীর্ণও হয়, নতুন নতুন চিন্তা ও ধারণা দিয়ে শিক্ষক একটি ক্লাসে শেখার পরিবেশ তৈরী করতে পারে। এখানে তেমন কিছু ধারণা দেওয়া হলঃ

সম্ভব হলে, শ্রেণীকক্ষের ডেস্ক বা বেঞ্চ এমন ভাবে সাজাতে হবে যাতে সহজেই কোন দলীয় কাজ করা যায়। একাধিক চকবোর্ড বা লেখার বোর্ড থাকলে ভাল হয়। সে সঙ্গে শিশুদের আঁকা ছবি বা কোন কাজ সবাইকে দেখানোর জন্য (যাতে শিশু উৎসাহিত হয়) দেয়ালের বা বেড়ার এক পাশকে ডিসপ্লে কর্ণার করুন। শ্রেণীকক্ষের বিভিন্ন কোনে বিষয়ভিত্তিক 'কর্নার' (যেমন-বিজ্ঞান কর্নার, অংক কর্ণার ইত্যাদি) কিংবা ছোট্ট একটি লাইব্রেরী থাকতে পারে।

তবে এটি সত্য আমাদের দেশের অধিকাংশ স্কুলগুলোতে সব কিছু সুন্দরভাবে, সুশৃংখল ভাবে গুছিয়ে রাখা, সাজিয়ে রাখা বেশ শক্ত। ধরা যাক, যে স্কুলের চারপাশে কোন বেষ্টনী নেই, খুব সহজেই সে স্কুলের আসবাব, জিনিষপত্র চুরি হয়ে যেতে পারে, গরু ছাগল শ্রেণীকক্ষের ভেতরে ঢুকে বই খাতাপত্র, ডিসপ্লে বোর্ড ইত্যাদি নষ্ট করে ফেলতে পারে। এসব ক্ষেত্রে স্কুলের শিক্ষকরা ছাড়াও শিক্ষার্থীরা স্কুলের বা তাদের ক্লাসের বিভিন্ন সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিতে পারে।

কোন কোন স্কুলে শিশু শিক্ষার্থীদের নাগালের মধ্যে দেয়াল বা বেড়ার চারপাশে চক বা ব্ল্যাক বোর্ড লাগানো থাকে। যাতে শিক্ষার্থীরা একত্রে বসে তাদের বিষয়ভিত্তিক আলাপ আলোচনা ও পরিকল্পনার কাজে চক বোর্ড ব্যবহার করতে পারে। যেসব শ্রেণীকক্ষ বেঞ্চি বা আসবাব পত্র কম বা একদমই নেই। সেসব শ্রেণীকক্ষে খোলা জায়গায় চট বা মাদুর বিছিয়ে তার ওপর বসে বা দাঁড়িয়ে শিক্ষার্থীরা নানা ধরনের শিখন তৎপরতায় (যেমন- বিজ্ঞান ভিত্তিক কোন পরীক্ষা বা অভিনয় করা ইত্যাদি) দলগত বা একক ভাবে অংশ নিতে পারে। মনে রাখবেন, খোলা জায়গা শিখন উদ্দেশ্য অর্জনে বিশেষ সহায়ক।

ভারতের কোন কোন রাজ্যে স্কুলগুলোতে দেয়ালের নিচের অংশটুকু কালো রং করে দেওয়া হয় যাতে শিশুরা তার ওপর লিখতে পারে। এ স্কুলগুলো জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি'র অধীন শিক্ষার্থীদের বসতির ১ কিলোমিটারের মধ্যে (এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলেও) স্থাপিত হয়েছে। আর প্রতিটি স্কুলই তৈরী হয় শিক্ষার্থীদের শিখন উপযোগী করে ।

অবকাঠামোগত স্থান:

শ্রেণীকক্ষ :

শিক্ষার্থীদের নড়াচড়া ও সহজে চলাচলের জন্য বিশেষত: বেঞ্চসমূহের মাঝে ও পাশে পর্যাপ্ত জায়গা থাকা উচিত। প্রয়োজনে বসার অবস্থান এমন ভাবে করুন যাতে ছোট দলে কাজ করতে বা যেকোন শিখন তৎপরতা তাৎক্ষণিকভাবে আয়োজনে কোন অসুবিধা না হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষককে অধিক শিক্ষার্থী ও জায়গার সীমাবদ্ধতা মাথায় রেখেই পরিকল্পনা করতে হবে যে কিভাবে কার্যকরভাবে বসার ব্যবস্থা এবং শ্রেণীকক্ষে সবার সহজ চলাচল নিশ্চিত করা যায়।

মনে রাখুন: আপনার ক্লাসে কি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা ঢুকতে বা বের হতে কিংবা ক্লাসে সঠিকভাবে চলাচল করতে পারে? ক্লাসের প্রতিবন্ধী, অ-প্রতিবন্ধী ও বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা আলাদা না হয়ে একত্রে পাশাপাশি বসতে পারে? ছেলে মেয়ে কি একত্রে না আলাদা ভাবে বসে?

আলো, তাপ ও বায়ূ-নিষ্কাশন:

শ্রেণীকক্ষে পর্যাপ্ত আলো এবং তাপ রোধক ও বায়ূ চলাচলে অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। বেঞ্চগুলোকে এমন ভাবে সাজানো যাবেনা যাতে সূর্যের আলো সরাসরি মুখে পড়ে । এমনভাবে ডেস্কগুলো সাজাতে হবে যেন আলো শিক্ষার্থীদের পাশ থেকে আসে।

মস্তিষ্কের জন্য অক্সিজেন জরুরী। শ্রেণীকক্ষের কোনায় জিনিষপত্রে ঠাসা থাকলে এগুলো বায়ু চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তাই এগুলো অপসারণ করুন। অথবা সম্ভব হলে শিক্ষার্থীদের কিছু কিছু শিখন কাজ শ্রেণীকক্ষের বাইরে আয়োজন করুন। শিক্ষার্থীদের বসার স্থান মাঝে মাঝে পরিবর্তন করুন যাতে পেছনে বা কোনের দিকে যেখানে কম আলো ও বাতাস রয়েছে সেখানে তাদের সবসময় বসতে না হয়।

যেসব শিক্ষার্থীর দৃষ্টি বা শ্রবণ সমস্যা রয়েছে তাদেরকে শ্রেণীকক্ষে সুবিধাজনক জায়গায় বসতে দিন।

শিখন-কর্ণার:

শিশুরা তাদের চারপাশের প্রকৃতির ব্যাপারে দারুণ কৌতুহলী। শ্রেণীকক্ষের 'বিজ্ঞান ও অংকের কর্ণার' তাদের এ কৌতুহলকে আরো বাড়িয়ে দিতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে । শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দমত নানা জিনিষ সংগ্রহ করে তা এসব কর্ণারে সংরক্ষণ করতে পারে। এগুলো সকল শিক্ষার্থীরা সম্পদ হিসেবে কাজে লাগাবে। শিক্ষার্থীরা এই কর্ণারে বীজ উৎপাদন করতে পারে, নানা ধরনের সংগৃহীত জিনিষ যেমন-শামুকের খোল, সুন্দর কোন পাথর ইত্যাদি সংরক্ষণ করতে পারে। এ ধরনের কর্ণার স্থাপন করার জন্য শ্রেণীকক্ষের কোন্ জায়গাটি সবার জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক হবে তা ভেবে দেখুন।

- 'বিজ্ঞান ও প্রকৃতি কর্ণারের' জন্য জীবন্ত কোন প্রাণী যেমন-মাছ, খরগোশ, পাখী ইত্যাদি খুবই উপযোগী। শিক্ষার্থীরা জানবে কিভাবে পশু পাখী বা যেকোন প্রাণীর যত্ন করতে হয়, কিভাবে তাদের ওপর নিষ্ঠুর আচরণ বন্ধ করা উচিত ইত্যাদি। আলোচনা পর্যালোচনা শেষে সম্ভব হলে, জীবন্ত প্রাণী যেখান থেকে সংগৃহীত হয়েছে (যেমন-বনজঙ্গল বা নদী) সেখানে আবার ফিরিয়ে দিয়ে আসতে হবে।

- 'অংকের কর্ণারে' খালি ক্যান, প্লাস্টিকের বোতল, মাটির ঢেলা খালি প্যাকেট ইত্যাদি রাখা যেতে পারে। বাস্তব উপকরণ হিসেবে এগুলো শিখনে কাজে লাগবে। কিছু 'নকল টাকা' বা মুদ্রা রাখা যেতে পারে (কার্ড বোর্ড বা আর্ট পেপার কেটে বানানো, এগুলো বিভিন্ন অভিনয় যেমন- বাজারে গিয়ে জিনিষ কেনা ইত্যাদি কাজে লাগতে পারে। বাতিল কোন উপকরণ যেমন কার্ড বোর্ড, তার, ফিতা, কাপড়ের টুকরো ইত্যাদি অঙ্কের কর্ণারে রাখা যেতে পারে।

সংগৃহীত জিনিষের গায়ে লেবেল লাগিয়ে তা প্রদর্শন করা হলে শিশুরা যেমন জিনিষটি সম্পর্কে জানতে পারবে তেমনি শিখনের সঙ্গে স্কুল, দৈনন্দিন জীবন এবং স্থানীয় সমাজের একটি সম্পর্ক করতে পারবে। স্থানীয় কোন কারু শিল্পী স্কুলে এসে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন এবং তাদের কারু শিল্পের বিভিন্ন জিনিষ তৈরীর কলাকৌশল শিখিয়ে দিতে পারেন।

শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনা ও শিখন উপকরণ সংগ্রহে পুরোপুরিভাবে অংশ নিতে হবে। শিখন কর্ণার সংগঠন ও ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে কোন কমিটি, টিম বা ছোট দল গঠন করে দিতে হবে। এ কাজ তাদের মধ্যে দায়িত্ব বোধ বাড়াতে ও নাগরিক দক্ষতা তৈরীতে বিশেষ সহায়ক হবে। কমিটির বা দলের সমন্বয়কারী এবং সম্পাদক তাদের কাজ যেন গুরুত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করে সে ব্যাপারে ক্লাসের অন্যান্য শিক্ষার্থীরা খেয়াল রাখবে।

তবে অনেক ক্ষেত্রে শ্রেণীকক্ষে এ ধরনের কর্ণার স্থাপনের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা নাও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে বেতের বা বাঁশের ঝুড়ি মেঝেতে, এক কর্ণারে তাক করে সাজিয়ে রাখা যায়। এসব ঝুড়িতে থাকতে পারে নানা জিনিস যেমন- শামুকের খোল, পাথর, বীজ এবং যেকোন জিনিষ যা বিজ্ঞান বা অংকের ক্লাসে কাজে লাগে। এ সমস্ত জিনিষ শিশুরা সাধারণত: খেলার জন্যেও ব্যবহার করে থাকে।

প্রদর্শনী এলাকা:

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষণ-শিখন উপকরণ এবং শিক্ষার্থীদের কাজ প্রদর্শন করা হলে শিক্ষার্থীরা শিখন কাজে আগ্রহ দেখাবে এবং নিজের ক্লাসের ওপর তাদের এক ধরনের অধিকার বোধ জন্মাবে। এমন কি বাবা মা বা অভিভাবকরাও শ্রেণীকক্ষে এসব জিনিষ দেখে শ্রেণীকক্ষে কি ধরনের শিখন তৎপরতা হয়ে থাকে সে সম্পর্কে ধারণা পাবেন এবং তারা সন্তানদের লেখাপড়া ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠবেন। সব শিক্ষার্থীর ভাল কাজের নমুনা (যেমন- ড্রয়িং, কারু শিল্প, কোন লেখা ইত্যাদি) যথাযথ ভাবে প্রদর্শন করতে হবে যাতে সবাই তাদের প্রতিভা সম্পর্কে জানতে পারে এবং তাদের প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে ।

শিশুরা তাদের কাজের পাশে নিজেদের নাম দেখতে চায়, এটি তাদের গর্বিত করে। তাই প্রদর্শন নিয়মিত ভাবে বদল করুন যাতে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বজায় থাকে এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই প্রতি টার্মে তার সবচেয়ে ভাল কাজকে প্রদর্শন করতে বলুন। শিক্ষার্থীদের প্রদর্শিত কাজগুলোকে শিক্ষার্থীদের ফোল্ডারে রেখে দিন পরবর্তীতে যা তার শিখন অর্জন যাচাইয়ের সময় কাজে লাগবে (টুল ৫.৪-এ শিক্ষার্থীদের পোর্টফোলিও মূল্যায়ন অংশ দেখুন)

একটি আকর্ষণীয় প্রদর্শনীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিখতে পারে, তাই প্রদর্শন বোর্ড একটি শিক্ষা উপকরণও বটে। স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত উপকরণ যেমনঃ শুকনো তাল পাতা, চট ইত্যাদি দিয়ে প্রদর্শনী বোর্ড তৈরী করা যায়। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় লোকজন আপনাকে সাহায্যে করতে পারে। শিশুদের শিখনে প্রদর্শনী বোর্ড খুব দরকারী, কেননা এটি

- শিক্ষার্থীদের নানা তথ্য দেয়,
- শিক্ষার্থীদের কাজ প্রদর্শন করে ও এতে তাদের আত্ম মর্যাদাবোধ বাড়ে,
- আপনি যা শেখান তাকে আরো সমৃদ্ধ করে,
- যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পর্কে বাড়তি তথ্য বা ফিডব্যাক প্রদান করে ,
- শিক্ষার্থীদের ক্ষমতা বা প্রেক্ষাপট যাই হোক না কেন তাদের একত্রে কাজ করতে ও একে অপরকে সাহায্য করতে উৎসাহিত করে।
- শিক্ষার্থীরা একে অপরের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারে।

যদি আপনার শ্রেণীকক্ষে কোন দেয়াল না থাকে বা শিখন পরিবেশ উন্মুক্ত হয় তবে শিক্ষার্থীদের প্রদর্শনী সমূহ কোন কিছুর সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখুন। এটিকে 'ঝুলন্ত শিখন প্রদর্শনী' হিসেবেও অভিহিত করতে পারেন।

শ্রেণীকক্ষে লাইব্রেরী:

গ্রামাঞ্চলে সাধারণত পাঠাগার থাকে না। ফলে গ্রামীণ শিশুদের পক্ষে নানা ধরনের বই পাঠের সুযোগ কম। কাঠের বাক্স দিয়ে শ্রেণীকক্ষে একটি বক্স-লাইব্রেরী চালু করা যায়। শিক্ষার্থীরা তাদের লেখা গল্প কবিতা দিয়ে বানানো 'হাতে লেখা' বই নিয়ে গর্ববোধ করবে। এছাড়াও তারা কিভাবে বই তৈরী করতে হয় তা জানতে পারবে। শিক্ষার্থীরা 'জিগ্-জ্যাগ্' ধরনের বই তৈরী করতে পারে। এই বই অনেকটা দুই, তিন বা চার ভাঁজের ফোল্ডারের মত হবে। প্রতিটি ভাঁজের পৃষ্ঠায় শিক্ষার্থীদের আঁকা ছবি ও লেখা থাকবে। নিজেদের লেখা দিয়ে হাতে বানানো এই 'জিগ্-জ্যাগ্' বইও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমান আগ্রহ সৃষ্টি করবে।

শিক্ষার্থীদের তৈরী এই বই কার্যকর শিক্ষণ-শিখন উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এই বইয়ে লেখা বিভিন্ন তথ্য ও আঁকা ছবি থেকে অন্যান্য শিক্ষার্থীরা নানা বিষয় জানতে পারবে। শিশুরা যেকোন সমস্যা তাদের দৃষ্টিতে দেখে। তাদের ভাষা বুঝতে সহজ। তারা শিক্ষকদের চাইতে সহজভাবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিনিময় করতে পারে। তাই তাদের বানানো বই-কে গুরুত্ব দিন এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে শিশুদের উপযোগী ছাপানো বই পাওয়া যায় না সেখানে তাদেরকে নিজের হাতে বই তৈরী করে তাদের নিজস্ব 'বক্স লাইব্রেরী' তে সবার পড়ার জন্য রাখতে বলুন।

এ ছাড়াও যে সব শিক্ষার্থীর প্রতিবন্ধিতা রয়েছে তাদের জন্য বিশেষ ভাবে বই তৈরী করা যায়। হাতে স্পর্শ করা যায় এ ধরনের জিনিষ আঠা দিয়ে বইয়ের পৃষ্ঠায় লাগিয়ে দিন। ক্ষীণ দৃষ্টি বা দৃষ্টিহীন যে কোন শিক্ষার্থী তা হাত দিয়ে স্পর্শ করে জিনিষটি সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারবে। যেমন- একটি ত্রিভূজ বা চতুর্ভূজ বইয়ের পৃষ্ঠায় আঠা দিয়ে লাগিয়ে দেওয়া যায়। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী তা আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ করে বুঝতে পারবে একটি ত্রিভূজের আকৃতি কেমন হতে পারে। এমন কি যেসব শিক্ষার্থী দেখতে পায় তারাও এ ধরনের 'অনুভব করার বই' তৈরী করে আনন্দ পাবে এবং পাশাপাশি তা থেকে শিখবে। এবং তারা চোখ বন্ধ করে স্পর্শ করে বিষয়টি অনুশীলন করে দেখতে পারে। একই ভাবে, 'অনুভব করার পোস্টার' -ও তৈরী করা যেতে পারে।

কোন কোন দেশে শ্রেণীকক্ষের প্রদর্শনী' ও পাঠাগার সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ন সম্পদ । বিশেষতঃ যখন শিক্ষার্থীরা আবহাওয়া, ভূমি, সামাজিক অবস্থা, কৃষি পঞ্জিকা, বাড়ী বা স্থান, রাস্তা ঘাট সেতু ইত্যাদি সম্পর্কিত সমাজের বিভিন্ন তথ্য (যেমন- বুকলেট ৩ এর স্কুল সমাজের মানচিত্রায়ন) প্রদর্শনী-তে প্রদর্শন করে বা পাঠাগারে সংরক্ষিত করে তখন তা কোন সংস্থা সমাজের কর্মীদের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিশেষ কাজে লাগতে পারে।

কর্মতৎপরতাঃ সম্পদের পরিমাপ

আপনার শ্রেণীকক্ষের চারপাশে দেখুন কি সম্পদ রয়েছে এবং দেখুন আপনি ও আপনার শিক্ষার্থীরা সারা বছরে বা প্রতি টার্মে কি সম্পদ শ্রেণীকক্ষের জন্য সংগ্রহ করতে পারবেন। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন যে কি ধরনের সম্পদ তারা শ্রেণীকক্ষে দেখতে চায় এবং নিচের ছক অনুযায়ী তা লিখুনঃ

শ্রেণীকক্ষের সম্পদ	কখন এই সম্পদ সংগ্রহ/প্রকল্প শুরু করতে হবে?	কি সম্পদ প্রয়োজন ও কোথা থেকে তা পাওয়া যাবে	আমরা কি ধরনের সাহায্য পেতে পারি?	শিক্ষার্থীরা এ' সম্পদ কিভাবে ব্যবহার করবে ও কি শিখবে?
শিশুদের কাজ প্রদর্শনের জন্য প্রদর্শনী' বোর্ড				
বিজ্ঞান ও অঙ্কের জন্য শিখন কর্ণার বা ঝুড়ি				

শ্রেণীকক্ষের সম্পদ	কখন এই সম্পদ সংগ্রহ/প্রকল্প শুরু করতে হবে?	কি সম্পদ প্রয়োজন ও কোথা থেকে তা পাওয়া যাবে	আমরা কি ধরনের সাহায্য পেতে পারি?	শিক্ষার্থীরা এ' সম্পদ কিভাবে ব্যবহার করবে ও কি শিখবে?
গল্প বলা বা পাঠাগারের জন্য একটি ভাষা কর্ণার				
একাধিক চক বোর্ড				
শ্রেণীকক্ষের শিখন উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা কমিটি তৈরী				
শিক্ষার্থীদের হাতে তৈরী বই ও অন্যান্য উপকরণের ছোট পাঠাগার				

টুল ৫.৩
দলীয় কাজ ও সহযোগিতামূলক শিখনের ব্যবস্থাপনা

দলীয় কাজের পদ্ধতি:

কার্যকর শিক্ষণ বিভিন্ন শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণে এবং শ্রেণীকক্ষকে সক্রিয়, চ্যালেঞ্জিং এবং বন্ধু সুলভ পরিবেশে রূপান্তর করতে কার্যকর শিক্ষণ অপরিহার্য। এর জন্যে আপনি চার ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন।

(১) **পুরো ক্লাসকে সরাসরি শেখানো:** এই শিক্ষণ পদ্ধতিটি কোন বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদানে অধিক কার্যকর। তবে এ জন্য আপনাকে আগেই শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের যোগ্যতা ও ক্ষমতা অনুযায়ী কিছু প্রশ্ন তৈরী করতে হবে। গল্প বলার ক্লাসে বা শিক্ষার্থীদের সবাইকে নিয়ে কোন গল্প তৈরী করতে, কোন একটি কবিতা বা গল্প লিখনে, বা সমস্যা সমাধানমূলক কোন খেলা খেলতে বা কোন বিষয়ের ওপর জরিপ করতে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। যেহেতু প্রতিটি ক্লাসেই শিক্ষার্থীদের বিকাশমূলক স্তরে মেধা ও দক্ষতার ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে সেজন্য আপনাকে শিক্ষণের বিষয়কে সব শিক্ষার্থীর বিকাশের স্তর ও ক্ষমতা উপযোগী করে নিতে হবে।

ক্লাসের সব শিখন তৎপরতায় **সব** শিক্ষার্থীকে সমানভাবে অংশগ্রহণ করাতে, বিভিন্ন শিক্ষার্থী - দলকে বিভিন্ন কাজ দিতে হবে। যেমন- কোন একটি দলকে আপনি গল্প লেখার কাজ দিতে পারেন। বাক্য পূরণের কাজ আরেকটি দলকে, বা আরেকটি দলকে মডেল তৈরীর কাজ। তবে সব শিক্ষার্থীকে একটি নির্দিষ্ট কাজ করতে দেয়া হলে ধরে নিন ফলাফল হবে বিভিন্ন রকমের। মনে রাখুনঃ দুজন শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থীদের সব দল কখনোই একরকম হবে না। সব শ্রেণীকক্ষেই ভিন্নতাসম্পন্ন শিক্ষার্থী রয়েছে, উদাহরন স্বরুপ, একই ধরনের কাজ করতে গিয়ে এক দল শিক্ষার্থী হয়ত একটি গল্প তৈরী করে ফেলল, অপর একটি দল কিছু শুদ্ধ বাক্য রচনা করে নিয়ে এল, অন্য আরেকটি দল তৈরী করল কোন কিছুর মডেল বা পোস্টার।

(২) **কোন একটি নির্দিষ্ট শিক্ষার্থী দলকে সরাসরি শেখানো:** এ পদ্ধতিতে, আপনি যখন কোন একটি দলকে শেখাবেন তখন শ্রেণীকক্ষের অন্যান্য শিক্ষার্থী দল নিজ নিজ কাজ করতে থাকবে। শিক্ষার্থীরা আত্ম-বিশ্বাসী হলে জুটি শিক্ষণও এক্ষেত্রে কার্যকর। কোন কাজের

প্রথম দিকে দলগুলোর বাইরের সাহায্য ছাড়া সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার দক্ষতা থাকে না। পরবর্তীতে অনুশীলনের মাধ্যমে তারা সবাই কাজ করতে শেখে।

(৩) **ব্যক্তিগত ভাবে শেখানো:** এ পদ্ধতি অনুযায়ী আপনি প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে কাজ করতে পারেন। অনুপস্থিতি বা দেরীতে স্কুলে আসার কারণে কোন শিক্ষার্থী অন্যান্যদের তুলনায় যদি পিছিয়ে যায়, যার শিখন প্রতিবন্ধিতা রয়েছে বা স্কুলে নতুন ভর্তি হয়েছে, তাদের জন্য এ শিক্ষণ পদ্ধতি বেশী কার্যকর। সেসঙ্গে যেসব শিক্ষার্থী অতি মেধাবী বা মরভঃবফ তাদের চ্যালেঞ্জিং কাজ করার জন্য উৎসাহী করতে ব্যক্তিগত শিখন সহায়ক হতে পারে। তবে ক্লাস চলাকালে ব্যক্তিগত শিক্ষণ সংক্ষিপ্ত করতে হবে নচেৎ অধিকাংশ শিক্ষার্থী আপনার শিক্ষণ থেকে বঞ্চিত হতে পারে।

(৪) **ছোট দলে শিখন:** ক্লাসের শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে শেখানোকে ছোট দলে শিখন পদ্ধতি বলে। এটি খুবই কার্যকর শিক্ষণ-পদ্ধতি, তবে এর জন্য আপনাকে যথেষ্ট প্রস্তুতি নিতে হবে। এ প্রস্তুতি নিতে সময় লাগে এবং শিক্ষার্থীদেরও দলে একত্রে কাজ করার জন্য প্রস্তুত হতে হয়। এ পদ্ধতিটি ভিন্নতাসম্পন্ন ক্লাসের জন্য বেশ কার্যকর।

একই ক্লাসে বিভিন্ন দল:

আপনি ক্লাসের শিক্ষার্থীদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন দলে ভাগ করতে পারেন যেমন- শুধুমাত্র ছেলে বা মেয়েদের নিয়ে পৃথক দল কিংবা ছেলে ও মেয়ে উভয়কে নিয়ে মিশ্র দল, একই ক্ষমতা সম্পন্নদের দল বা বিভিন্ন ক্ষমতাসম্পন্নদের মিশ্র দল, একই সামাজিক প্রেক্ষাপট বা বন্ধুত্বের দল, সম-আগ্রহ সম্পন্ন দল, জুটি, তিনজন বা চারজনের একেকটি দল ইত্যাদি।

ণমনীয়তা প্রদর্শন করুন: দলের মধ্যে শিক্ষার্থীদের অদল বদল করুন। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের যতটুকু সম্ভব নিজ নিজ সহপাঠীদের সঙ্গে একত্রে বসে কাজ করার সুযোগ দিন। ছোট, বড় বা ভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন যাই হোক না কেন এটি তাদেরকে ধৈর্য্যশীল হতে শেখায় এবং ক্লাসের সব শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করে।

শিক্ষার্থীদের কাউকে ধীর শিক্ষার্থী বলার ব্যাপারে সতর্ক থাকুন: ধরা যাক্ গণিতে কোন শিক্ষার্থী হয়তো কাঁচা কিন্তু সে হয়ত বিজ্ঞানের ব্যবহারিক পরীক্ষা নিরীক্ষা কিংবা ভাষায় কিংবা বই তৈরীতে বেশ দক্ষ। এজন্যে, শিক্ষক নিজেই যদি শিক্ষার্থীকে ধীর শিক্ষার্থী বলে তখন শিক্ষার্থী নিজেকে ব্যর্থ ভেবে স্কুলের প্রতি আগ্রহ হারাবে। তখন তাদের ধারণা হতে পারে যে ভাল করার ক্ষমতা তাদের নেই। এ ধারণা থেকে এক সময় তারা স্কুল থেকে ঝরে পড়ে এবং পরিবারের উপার্জনের দিকে আগ্রহী হয়।

দলীয় কাজের সুবিধার্থে উপকরণ তৈরী: মনে রাখবেন, বিভিন্ন খেলা, ওয়ার্ক-কার্ড বা অন্যান্য উপকরণ তৈরী সময় সাপেক্ষ হলেও এগুলো প্রায়শই শিখন কাজে প্রয়োজন হতে পারে। আপনার শিক্ষার্থীদের এ সব উপকরণ তৈরীর কাজে লাগাতে ভুলবেন না। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ দায়িত্ব বন্টনের মাধ্যমে একদিকে যেমন আপনার কাজের ভার লাঘব হবে অপর দিকে শিক্ষার্থীরা এসব উপকরণ তৈরী করতে গিয়ে নানা জিনিষ শিখবে ও সে সঙ্গে তাদের আত্ম মর্যাদা বোধ উন্নত হবে।

আপনার শ্রেণীকক্ষের বিন্যাস নিয়ে ভাবুন: দলীয় কাজের সুবিধার্থে কিভাবে আপনার শ্রেণীকক্ষের আসবাবকে সাজানো যায়? আপনার শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষ সংগঠনে বা পুনসংগঠনে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে জানতে হবে। তাদের সঙ্গে মিলে শ্রেণীকক্ষকে কিভাবে সাজালে সবার জন্য সুবিধাজনক হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিন।

রুটিন অনুযায়ী কাজ নিশ্চিত করুন: শিক্ষার্থীদের রুটিন যেমন-কিভাবে দলে ঢুকতে হবে, কিভাবে শুরু করতে হবে, কাজ শেষে কি করতে হবে ইত্যাদি। কাজেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজের রুটিন তৈরী করুন।

সব শিক্ষার্থীকেই দলকে নেতৃত্ব দেয়ার দায়িত্ব নিতে হবে :কেননা দল নেতার ভূমিকা সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ। তাকে শিক্ষককে সাহায্য করতে হয়, যেমন- শিক্ষকের নির্দেশনা শিক্ষার্থীদের জানানো, উপকরণ বিতরণ, কাজের মাধ্যমে দলকে নেতৃত্ব প্রদান, শিক্ষককে রিপোর্ট দেয়া ইত্যাদি।

সহযোগিতামূলক শিখন

শিক্ষার্থীরা যখন দায়িত্ব ও সম্পদ ভাগাভাগি করতে শেখে, কোন একটি শিখন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এক সঙ্গে কাজ করে তখন তাকে সহযোগিতামূলক শিখন বলে। দলীয় দক্ষতা উন্নয়নে প্রয়োজন সময়, অনুশীলন এবং দলের সদস্যদের যথাযথ ব্যবহার। এক্ষেত্রে শিক্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষতঃ একটি সহযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরীতে, যেখানে শিক্ষার্থীরা নির্ভয়ে কাজে অংশ নেবে, যেখানে তাদের মতামত মূল্যায়িত হবে। সহযোগিতামূলক শিখনের ফলে শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া বৃদ্ধি পায়, তাদের মধ্যে আনন্দ ও কাজের প্রতি ইতিবাচক প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।

সব শিক্ষার্থী যাতে সহযোগিতামূলক শিখনের ফলে উপকৃত হয় সেজন্য তাদের মধ্যে বিভিন্ন দক্ষতার সুষম উন্নয়ন ঘটানো প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ- মেয়েরা উপস্থাপক হওয়ার দক্ষতা অপরদিকে ছেলেরা 'স্ক্রাইবার' অর্থাৎ নোট লেখকের ভূমিকা পালন করতে পারে। **সব** শিক্ষার্থীর ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে কথা বলা এবং সক্রিয় শ্রোতা হওয়া বিশেষ জরুরী।

কোন কোন শিক্ষার্থী কিভাবে অপরের ধারণাকে বা মতামতকে মূল্য দিতে হয় তা শেখে নাই। বিশেষতঃ শিক্ষার্থীরা যখন মিশ্র দলে কাজ করে তখন এটি প্রায়ই দেখা যায়। মেয়েরা দ্বন্দ্ব এড়াতে ছেলেদের মতামত মেনে নেয় আবার ছেলেরা মেয়েদের মতামতকে প্রায়ই উড়িয়ে দেয় বা অবজ্ঞা করে থাকে। একই ঘটনা ঘটতে পারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে আসা শিক্ষার্থীর বেলায়। যেহেতু সে মূলধারার জনগোষ্ঠীর ভাষায় দক্ষ নয় সেজন্য দলের অধিকাংশ শিক্ষার্থীই তার ওপর তাদের মতামত চাপিয়ে দিতে পারে।

যদি কিছু শিক্ষার্থী আলোচনার সময় অন্য শিক্ষার্থীদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে চায় তবে তাদের মত প্রকাশ বা কোন বিষয়ের ওপর তাদের ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ে। কিভাবে ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা তাদের মত প্রকাশ বা ধারণা বিনিময়ে বেশী আত্ম বিশ্বাসী হতে সক্ষম হবে? কোন কোন ক্ষেত্রে, ফল তৈরীর সময় প্রথমেই সম-লিঙ্গের বা সমজাতীয় দল তৈরী করা উচিত যাতে তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও আত্ম-বিশ্বাস তৈরী হতে পারে। যখন তাদের মধ্যে এ দক্ষতা তৈরী হয়ে যাবে তখন তাদেরকে মিশ্র দলে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

কোথাও কোথাও এরকম ধারণা প্রচলিত রয়েছে যে একমাত্র শিক্ষকের কাছ থেকেই সবকিছু শেখা যায়। যেখানে এরকম ধারণা রয়েছে সেখানে কেউ শিক্ষার্থীদের সহযোগিতামূলক শিখনকে মূল্য দিতে চায়না, স্বীকার করতে চায় না এর প্রয়োজনীয়তাকে। অথচ সহযোগিতামূলক শিখনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যে প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন হোক না কেন তারা বিশেষভাবে উপকৃত হতে পারে। তাই শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতিতে কোন পরিবর্তন আনা হলে সে সম্পর্কে মা বাবা বা অভিভাবককে অবহিত করতে হবে। যাতে প্রয়োজনে তারাও শিখন উপকরণ যেমন-ভিজুয়াল এইড (দৃশ্য সহায়ক) বা গেমস তৈরীতে শিক্ষক বা শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে পারেন।

যথাযথ পরিবেশে সহযোগিতামূলক দক্ষতার উন্নয়ন ঘটে। যেসব শিখন তৎপরতায় বিশেষ চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন পড়ে (যেমন- কোন সমস্যা সমাধানমূলক কাজ) সেসব কাজ বা তৎপরতা দলের পারস্পরিক সহযোগিতামূলক দক্ষতা বিকাশে উপযোগী।

শিখনে আন্তঃসম্পর্কীয় দক্ষতা

একটি চাঙ্গা ও সজীব দল পুরো ক্লাসকে সফল করে তুলতে পারে। দ্বন্দ্বের কারণে, মেয়ে ও ছেলের মধ্যে বিভাজন, ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের আলাদা করে রাখা, কোন শিক্ষার্থীকে অধিক প্রশ্রয় দেওয়া ইত্যাদি ক্লাসের শিখন পরিবেশকে নষ্ট করে। শিক্ষক হিসেবে আপনি **সব** শিক্ষার্থীর মধ্যে এমন ধারণা দেবেন যে, একজন শিক্ষার্থীর সফলতা দেখে অন্য শিক্ষার্থীরাও সফলতার জন্য অনুপ্রাণিত হবে। তার সফলতা থেকে শিক্ষা নেবে। শিক্ষার্থীরা যেন নিজেদের একটি **শিখন টিম** বা দল হিসেবে কিংবা **শিখন সমাজ** হিসেবে নিজেদের বিবেচনা করে, একজনের সফলতা দেখে অন্যজন অনুপ্রাণিত হয়। শিক্ষক হিসেবে আপনাকে সে ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে ।

যে কোন সফল ও কার্যকর যোগাযোগের ক্ষেত্রে মনোযোগ দিয়ে শোনা, কথা বলা এবং পরিস্থিতি বোঝা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সহযোগিতামূলক দলীয় কাজে এবং সামাজিক যোগাযোগের জন্য এ দক্ষতা থাকা জরুরী। একজন ভাল শিক্ষক হিসেবে দেখতে হবে যে আন্ত:সর্ম্পকীয় যোগাযোগের সময় কোন শিক্ষার্থী বা কোন শিক্ষার্থী দল যেন সবসময়ই অন্যদের সুযোগ না দিয়ে নিজেরাই সব প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারে বা আলোচনায় আধিপত্য বিস্তার না করে।

যে কোন শিখন পরিবেশে অপরজন কি বলছে তা মনোযোগ দিয়ে শোনা ও বুঝে সাড়া দেওয়া একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। একই সঙ্গে পরিষ্কার ভাবে কথা বলা বা অপরকে বিরক্ত না করে কোন বিষয়ে নিজের মতামতকে গুছিয়ে প্রকাশ করাও যে কোন যোগাযোগে সমান জরুরী। বলে নেয়া ভাল যে, শ্রেণীকক্ষে স্থানীয়/আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলা বা কেউ তা বলতে চাইলে তাকে উৎসাহিত করা হলে শিখনে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ বাড়বে।

সার-সংক্ষেপ:

- যে কোন সহযোগিতা শিক্ষার্থীদের একত্রে কাজ করতে সক্ষম করে। সে সঙ্গে পারস্পরিক দায়িত্ব, উপকরণ, কাজ এবং শেখার সুযোগ বিনিময় করতে উৎসাহিত করে তোলে।

- শিক্ষার্থীদের ছোট দলসমূহ তাদের দায়িত্ব ও ভূমিকা ভাগাভাগি করে নিতে পারে। বিজ্ঞান ক্লাসে, শিক্ষার্থীদের কোন একটি দল হয়তো কোন কিছু ওজন পরিমাপ করতে পারে, আবার আরেকটি দল এর রেকর্ড রাখতে পারে। এমনকি, কাজের মাঝামাঝি সময়েও শিক্ষার্থীরা তাদের দায়িত্ব রদবদল করে নিতে পারে। যদি শিক্ষার্থী দলগুলোকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে হয় তবে তাদেরকে পারস্পরিক সহযোগিতারও অনুশীলন করতে হবে।

- সমস্যা সমাধান ও আলাপ-আলোচনা শিক্ষার্থীদের যেকোন দ্বন্দ্ব নিরসনে ও সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। ভাল যোগাযোগ দক্ষতা ও ধৈর্য্যশীল আচরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দ্বন্দ্ব নিরসন দক্ষতা অর্জন করতে হবে।
- শিক্ষার্থী যাতে কোন কাজের লক্ষ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়, বিকল্প যাচাই করে, সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেগুলোকে সমর্থন করে এবং তাদের এসব সিদ্ধান্তের ফলে কি ফলাফল হল তা খেয়াল রাখে, সেজন্য তাদের উৎসাহিত করা প্রয়োজন। তবে এর সফলতা নির্ভর করে দলের গতিশীলতা, দলের সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগ এবং সহযোগিতার ওপর।

দলীয় কাজের কিছু মৌলিক নীতিমালা

আলোচনায় শিক্ষার্থীরা কিভাবে অংশ নেবে সে সম্পর্কে কোন 'মৌলিক নীতিমালা' বা নির্দেশাবলী আপনাকে সহযোগিতা করতে পারে। এই নির্দেশাবলী একটি খোলামেলা সংলাপ বা আলাপ আলোচনা চালাতে সব শিক্ষার্থীকে সহায়তা করবে। এ ধরনের একটি নির্দেশাবলীর জন্য শিক্ষার্থীরা একটি তালিকা তৈরী করতে পারে:

১. সক্রিয়ভাবে শুনতে হবে, অপরের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কথা বলতে হবে। এবং শিখন কাজে পুরোপুরি অংশ নিতে হবে;

২. নিজ নিজ অভিজ্ঞতা থেকে কথা বলতে হবে (তারা নয়, 'আমি বা 'আমরা')।

৩. কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা যাবেনা; ব্যক্তি নয় , শুধুমাত্র বক্তব্যের ওপর জোর দিতে হবে।

কিভাবে শিখন কাজের অংশগ্রহণ ব্যবস্থাপনা করা যাবে সে সম্পর্কেও কিছু নীতিমালা থাকা প্রয়োজন যাতে কার্যকর ভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সব শিক্ষার্থীর কথা বলার সুযোগ হয়। বিষয়টি বোঝাতে এখন এখানে একটি খেলার কথা বলা হচ্ছে। খেলার নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা একটি 'যাদুর মাইক্রোফোন' ব্যবহার করতে পারে। একটি পাথর বা শামুকের খোল একে একে সবার কাছে যাবে, যখন এটি যার কাছে যাবে তখন সে কথা বলার সুযোগ পাবে। কথা বলে সে খোল বা পাথরটি পরবর্তী জনের কাছে দিয়ে দেবে। তখন সে কথা বলবে। এভাবে সবার কথা বলার সুযোগ হবে এবং এতে দুয়েকজন যারা ভাল কথা বলতে পারে তারা নিজেরাই বেশীক্ষণ কথা না বলে অপরকে কথা বলার সুযোগ দিতে বাধ্য হবে।

মাঝে মাঝে এই নীতিমালা পর্যালোচনা করুন এবং শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন যে তারা নতুন কোন নিয়ম সংযোজন এবং পুরনো কোন নিয়ম বাতিল বা পরিমার্জন করতে চায় কিনা।

কর্মতৎপরতা: আন্ত:সম্পর্কীয় যোগাযোগ দক্ষতা মূল্যায়ণ

এই মূল্যায়নে পর্যবেক্ষণ জরুরী। কাজেই যখন কোন নির্দিষ্ট দল কাজ করতে থাকে তখন তাদের পর্যবেক্ষণ করুন।

দক্ষতা	শিশু 'ক'	শিশু 'খ'	শিশু 'গ'
অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে			
পরিষ্কার ভাবে মত প্রকাশ করতে পারে			
নেতৃত্ব নেয়			
অন্যদের সহযোগিতা করে			

আপনার পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভর করে কিছু শিক্ষার্থীকে বাড়তি কাজ দিতে পারেন যা দলীয় কাজের জন্যে বিশেষ জরুরী; এবং যাতে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

জুটিতে শিখন ব্যবস্থাপনা

জুটিতে শেখানো

যখন একজন শিক্ষার্থী আরেকজন শিক্ষার্থীকে শেখায় তখন সেটি হচ্ছে জুটিতে শিখন। একজন বড় শিক্ষার্থী বা দক্ষ বা সক্ষম শিক্ষার্থী তার কাজ শেষে আরেকজন কম বয়স্ক বা ধীর শিক্ষার্থীকে কোন বিষয় শিখতে সাহায্য করতে পারে। আবার, ক্লাসে একটি নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষার্থীরা একে অপরকে অথবা ছোট ছোট দলে গণিত, বিজ্ঞান বা ভাষা যেকোন বিষয়ে শেখাতে বা শিখতে পারে।

জুটিতে শেখানোর ধারণাটি একটি অন্যতম কার্যকর শিখন-পদ্ধতি। কেননা এতে ব্যক্তি শিক্ষার্থীর পাঠ কেন্দ্রিক চাহিদা সহজেই পূরণ হতে পারে। এ পদ্ধতি প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের চেয়ে একটি সহযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরী করে শিখনকে ত্বরান্বিত করে। সে সঙ্গে যেসব শিক্ষার্থীরা জুটিতে বা ছোট দলে কাজ করে তাদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার মনোভাব তৈরী হয়। এতে এক দিকে যেমন একজন শিশু শিক্ষার্থী নিজেকে শিক্ষকের ভূমিকায় দেখে গর্ববোধ করে তেমনি সে শেখানোর অভিজ্ঞতা থেকে জানতে পারে অনেক কিছু। এ অভিজ্ঞতার ফলে শিশুর শিখন

সমৃদ্ধ হয়, অপর দিকে তার সহপাঠী শিক্ষার্থীর শোনা, মনোযোগ দেয়া ও যা শেখানো হচ্ছে তা অর্থপূর্ণ উপায়ে বোঝার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এ শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষক যেখানে ব্যর্থ হবে সেখানে শিক্ষার্থীরা সফল হতে পারে। কেননা শিশুরা বড়দের তুলনায় যেকোন সমস্যা সহজভাবে দেখে, এবং সহজ উপায়েই তা সমাধানের চেষ্টা করে। বলা বাহুল্য এই শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় তারা যে ভাষা ব্যবহার করবে তা অত্যন্ত শিখন-বান্ধব।

পড়ার দক্ষতা অর্জনে জুটিতে শিক্ষণ

পড়ার দক্ষতা অর্জনে জুটিতে শিক্ষণ একজন ধীর পড়ুয়াকে অথবা ক্লাসের অল্প বয়স্ক শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে পারে।

- শিক্ষাগত ও সামাজিক উভয় দিকেই শিশু - শিক্ষক ও শিশু শিক্ষার্থীর ওপর এর ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।
- এ পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর ভাবে শিক্ষার্থীকে পড়ায় ব্যক্তিগত ভাবে সাহায্য করতে পারে।
- বিস্ময়কর ব্যাপার হল, শিক্ষকের ভূমিকা পালন করতে গিয়ে শিশু-শিক্ষকের নিজেরও পড়ার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
- এ পদ্ধতির ফলে অল্প বয়স্ক বা ধীর পড়ুয়া শিক্ষার্থী পড়া অনুশীলনে অধিক সময় ব্যয় করে। অপরদিকে ক্লাসের মূল শিক্ষক যেখানে সব শিক্ষার্থীকে সমান সময় দিতে পারে না সেখানে এ পদ্ধতির ফলে শিশু -শিক্ষক তার সহপাঠী শিক্ষার্থীকে শেখানোয় অধিক সময় দেওয়ায় সে বিশেষ ভাবে উপকৃত হয়।

তবে এটা ঠিক মূল শিক্ষক হিসেবে আপনি শিশু -শিক্ষককে তার ভূমিকা স্পষ্ট করে বলবেন। যাতে সে বুঝতে পারে তার কাছ থেকে আপনার প্রত্যাশা কি। শিশু -শিক্ষককে অবশ্যই শান্ত, স্থির ভাবে তার সহপাঠী শিক্ষার্থীকে পড়াতে হবে। পড়াতে গিয়ে কোন ভাবেই অধৈর্য্য হওয়া বা হৈচৈ করা চলবে না, মূল শিক্ষক হিসেবে আপনি এগুলো খেয়াল রাখবেন। পড়ার দক্ষতা অর্জনের জন্যে জুটিতে শেখানোর একটি উদাহরণ এখানে দেয়া হল-

জুটিতে পড়ানো:

(ক) শিক্ষার্থী-শিক্ষক ও সহপাঠী শিক্ষার্থী দুজনেই একসঙ্গে সশব্দে জোরে জোরে পড়বেন, আবার শুধুমাত্র শিক্ষার্থী একা একইভাবে পড়বে। এবং

(খ) পড়ুয়ার শুদ্ধ ও স্বাধীন ভাবে পড়ার ক্ষমতাকে উৎসাহিত করতে ইতিবাচক মন্তব্য ও গঠনমূলক ফিডব্যাক প্রদান করতে হবে।

শিক্ষার্থী শিক্ষক যে যে কাজে দক্ষ হবে:

- সুন্দরভাবে বইয়ের পরিচিতি দিতে পারবে;
- সহপাঠী শিক্ষার্থীকে নিজের ভুল নিজে সংশোধন করতে দিবে।
- কোন একটি অংশ পড়া শেষে তার ওপর একটি ব্যাখ্যা দিতে পারবে।
- রিপোর্ট কার্ড ও চেকলিস্ট পূরণ করার মাধ্যমে শিক্ষক হিসেবে নিজের ভুলত্রুটি চিহ্নিত ও শিক্ষার্থীর অগ্রগতি মূল্যায়ন করতে পারবে।

এ অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে ' একসঙ্গে বই পড়া' (shared reading) পদ্ধতিটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এ পদ্ধতিটি বাস্তবায়নে মূলত: প্রয়োজন বড় বড় অক্ষরের/ ছবি সম্পন্ন বড় আকৃতির ' বিগ-বুক' যাতে ক্লাশে শিক্ষক ও সমস্ত শিশু শিক্ষার্থীরা সহজেই বই (মূলত: গল্পের বই) দেখে এক সঙ্গে পাঠ করতে পারে, বা শিক্ষক যখন পড়বে তার সঙ্গে শিশুরাও গলা মেলাতে পারে ।
এ ধরনের ' বিগ-বুক' শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা খুব সহজে নিজেরাই তৈরী করে নিতে পারে । বাংলাদেশে বিভিন্ন বেসরকারী স্কুল ও এনজিও পরিচালিত শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্রে ' বিগ-বুক' এর ব্যবহার দেখা যায়।

আত্মনির্দেশনামূলক শিখন:

এ পদ্ধতি এজন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই কখনো কখনো শিখতে হয়। এ পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই তাদের সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পারবেন। শ্রেণীকক্ষে স্ব-নির্দেশিত বা নিজে নিজে শেখাকে উৎসাহিত করতে আপনি নিচের কয়েকটি কাজ করতে পারেনঃ

- আপনি শিক্ষার্থীদের পাঠের কোন অংশ নিজে নিজে শিখতে বলুন বা নতুন কোন পড়া তৈরী করতে দিন;
- তারা নিজেরাই কোন জরীপ করতে পারে এবং জরীপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত তারা কোন একটি পাঠে কাজে লাগাতে পারে।
- ভাল গ্রেড প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের আপনি নতুন কোন ধারণা উন্নয়নে বা বিষয়বস্তুর ধারণায়নে ব্যবহারিক অনুশীলন দিতে পারেন।
- স্বাস্থ্যগত অবস্থা বা অন্য কোন ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য শিক্ষার্থীদের কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ ও

বাস্তবায়নে সাহায্য করতে আপনি 'চাইল্ড-টু-চাইল্ড' পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন। পরবর্তীতে আপনি তাদের কাজ মূল্যায়ন করে দেখতে পারেন।

এভাবে 'জুটিতে শেখানো' বা 'নিজে নিজে শেখা' ধরনের বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতি ও দলকরণ (Groupings) করার পেছনে মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষণ-শিখনকে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক করা। এর ফলে শিক্ষার্থী স্বাধীন ভাবে স্ব-নির্দেশিত উপায়ে যেমন শিক্ষা লাভ করবে অপরদিকে শিক্ষকের প্রতিটি শিক্ষার্থীকে বা দলকে আলাদাভাবে সময় ও মনোযোগ দেওয়ার চাপ কিছুটা হলেও লাঘব হবে।

পৃথকীকরণের (Differentiation) জন্য পরিকল্পনা:

পৃথকীকরণ হচ্ছে প্রচলিত ধারায় শ্রেণীকক্ষের সব শিক্ষার্থীকে একই রকম বিবেচনা করে গতানুগতিক কায়দায় শিক্ষণের বদলে নির্দিষ্ট কোন শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদাকে পৃথকভাবে পূরণ করার ব্যবস্থা নেয়া। পৃথকীকরণের কিছু নীতিমালা এখানে দেওয়া হলঃ

- **পৃথকীকরণে বিশ্বাসী শ্রেণীকক্ষ নমনীয় হয়:** এ ধরনের শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই বোঝে যে ব্যক্তিগত ও পুরো ক্লাসের সফলতার জন্যে শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষার্থীদের দলবদ্ধ করা সহ শিখন মূল্যায়ণের কৌশল এবং শ্রেণীকক্ষের বিভিন্ন উপাদানকে টুলস্ হিসেবে বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহার করা যায়।

- **শিক্ষার্থীদের চাহিদার কার্যকর ও অব্যাহত মূল্যায়ণের ওপর পৃথকীকৃত শিক্ষণ নির্দেশনা নির্ভর করে:** আমরা জানি, শিক্ষার্থীদের প্রেক্ষাপট, ক্ষমতা ও চাহিদার মধ্যে পার্থক্য থাকে। পাঠ-পরিকল্পনার সুবিধার্থে এই পার্থক্য বিবেচনায় রাখতে হবে। পৃথকীকরণের এই নীতি শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ ও শিখন মূল্যায়ণের মধ্যে সম্পর্ককে গুরুত্ব দেয়। শিক্ষক হিসেবে আমরা যদি শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা ও আগ্রহ সম্পর্কে সচেতন হই তবে আমরা অধিক কার্যকরভাবে শেখাতে পারব। একটি পৃথকীকৃত শ্রেণীকক্ষে একজন শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীর প্রতিটি কথা ও কাজকে উপযোগী তথ্য হিসেবেই দেখে যার ভিত্তিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীর চাহিদা বুঝতে পারে এবং সে অনুযায়ী পাঠ পরিকল্পনা করে।

- **সব শিক্ষার্থীর জন্য যথাযথ কাজ থাকে:** একটি পৃথকীকৃত শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক বেশীরভাগ সময়ই প্রতিটি শিক্ষার্থীকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেবে এবং প্রতিটি শিক্ষার্থী তার কাজে আগ্রহ প্রকাশ করবে।

- **শিখনে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই সহযোগী:** একটি পৃথকীকৃত শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদা যাচাই করে, শিখন সহায়তা প্রদান করে এবং একটি কার্যকর শিক্ষাক্রমের

পরিকল্পনা করে। শিক্ষক নিয়মিত ভাবে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করে এবং শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনায় তাদের সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করে। ফলে শিক্ষার্থী ধীরে ধীরে স্বাধীন শিক্ষার্থী হিসেবে রূপান্তরিত হয়।

কি পৃথকীকরণ করা যেতে পারে?

বিষয়বস্তুঃ বিষয়বস্তু (Content) হচ্ছে আলোচিতব্য ঘটনা, তত্ত্ব, নীতি, অপরিহার্য প্রবণতা বা দক্ষতা। শিক্ষক যা শেখাতে চান তা যেমন বিষয়বস্তুতে থাকে তেমনি শিক্ষার্থী তার কাঙ্খিত জ্ঞান, উপলব্ধি ও দক্ষতা কিভাবে অর্জন করবে তা অন্তর্ভুক্ত থাকে। একটি পৃথকীকৃত শ্রেণীকক্ষে কি কি শিখন কাজ ও শিখন উপকরণের প্রয়োজন তা শিক্ষককে বুঝতে হয় এবং সব শিক্ষার্থীদেরই সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় দক্ষতা প্রদান করতে হয়। একটি পৃথকীকৃত শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীকে মূল শিখন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করতে শিক্ষক যে ধরনের পৃথকীকৃত কৌশল অবলম্বন করতে পারেন সেগুলো হলঃ

- অঙ্কের বা বিজ্ঞানের নতুন কোন তত্ত্ব বা ধারণা বুঝতে সহায়তা করতে কিছু শিক্ষার্থীকে বাস্তব উপকরণ দিয়ে বোঝানো;

- একাধিক পর্যায়ের পাঠ উপকরণ ব্যবহার করা;

- যে সব শিক্ষার্থী পাঠ উপকরণ নিয়ে কাজ করছে তাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের পাঠ সহযোগীর ব্যবস্থা করা;

- যে সব শিক্ষার্থীকে একাধিকবার বোঝাতে হয় তাদের জন্য পুন:শিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

- বিভিন্ন শিক্ষার্থীকে মূল ধারণা ভালভাবে বোঝাতে টেক্সট, টেপরেকর্ডার, পোস্টার এবং ভিডিও (যদি থাকে) ব্যবহার করুন।

কর্মতৎপরতা: কোন বিষয়ের ওপর মূল ধারণা পেতে একটি কার্যকর শিখন তৎপরতা শিক্ষার্থীদেরকে তাদের সর্বোচ্চ দক্ষতা ব্যবহার করতে শেখায়। এ ধরনের শিখন তৎপরতার একটি নির্দিষ্ট শিখন উদ্দেশ্য থাকে। উদাহরণ স্বরূপ আপনি কোন একটি কাজকে সম্পন্ন করার জন্য দুতিনটি অপশন দিয়ে পৃথক করতে পারেন (যেমন-অপশন- ১ হচ্ছে সহজ, অপশন-২ হচ্ছে কিছুটা কঠিন, অপশন - ৩ খুবই কঠিন)। শিক্ষার্থীর আগ্রহ অনুযায়ীও আপনি কোন কাজকে বিভিন্ন অপশন দিয়ে পৃথক করতে পারেন। প্রতিটি কাজে সহায়তার জন্য আপনি সহযোগী বিভিন্ন সংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর নাম প্রস্তাব করতে পারেন।

শিখন প্রকৃতি (product): আপনি শিখন প্রকৃতিকেও পৃথক করতে পারেন। শিখন প্রকৃতি হচ্ছে সে সব তৈরী জিনিষ যা একজন শিক্ষার্থী শিখেছে, বুঝেছে ও করেছে। হতে পারে এটি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কাজ যেমন-ড্রয়িং, অংক, বিজ্ঞানের কোন পরীক্ষার ফলাফল ইত্যাদিতে ভর্তি একটি পোর্ট ফোলিও বা কোন সমস্যা সমাধানের দলিল, সমাপ্ত কোন প্রকল্পের কাজ (an end of Unit Project) ইত্যাদি। একটি ভাল শিখন-প্রকৃতি শিক্ষার্থীকে সে যা শিখেছে তা পুন:শিখনে সাহায্য করে, সে যা করতে পারে তা প্রয়োগ করায়, এবং তাদের বিষয় ভিত্তিক বোঝাপড়া ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

শিখন- প্রকৃতি পৃথকীকরণের কিছু উপায় এখানে দেওয়া হল

- শিখন লক্ষকে সামনে রেখে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন শিখন প্রকৃতি তৈরী করতে বলুন;

- শিক্ষার্থীদের তারা যা শিখেছে তা প্রকাশ করতে উৎসাহিত করুন।
- শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ভাবে কাজ করতে দিন (যেমন-একা কাজ করা, বা কোন শিখন প্রকৃতি তৈরী সম্পন্ন করতে দলের সঙ্গে কাজ করা ইত্যাদি)
- শিখন প্রকৃতির জন্য শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সম্পদ ব্যবহার করতে উৎসাহিত করুন বা তা সরবরাহ করুন।
- বিভিন্ন ধরনের শিখন মূল্যায়ণ পদ্ধতি ব্যবহার করুন।

অভিব্যক্তর প্রতিফলন: পাঠ পরিকল্পনা:

পাঠ পরিকল্পনার সময় কি আপনি শিখন সূচি ও শিখন তৎপরতাকে পৃথক করতে পারেন?

সব শিক্ষার্থীর কি তথ্য-আহরণ ও পৃথকীকৃত কাজ করার সুযোগ রয়েছে যাতে তারা তাদের বিকাশের স্তর, সামর্থ্য ও দক্ষতা অনুযায়ী নিজ নিজ শিখন শৈলীর মাধ্যমে শিখতে পারে?

আপনি কি আপনার শিক্ষার্থী কি শিখেছে তা দেখাতে তার নানা ধরনের 'ভাল শিখন প্রকৃতি ' ব্যবহার করেন?